দৈনিক বাংলা

তারিখ 04 JAN 1993
পৃষ্ঠা ৫৫ কলাম ৩

দুর্জন দর্শন

শিক্ষাঙ্গন অস্ত্রমুক্ত দিবস নির্ধারণী সম্মেলন

প্রথমে ঠিক হয়েছিল সম্মেলন হবে প্রকাশ্যে। ঢাকঢোল পিটিয়ে মাইক বাজিয়ে। সবাইকে জানিয়ে দেয়া হবে সম্মেলনের মহান ও পবিত্র উদ্দেশ্য। আর সেই উদ্দেশ্যটা হচ্ছে বছরে অন্ততঃ একদিন শিক্ষাঙ্গন অস্ত্রমুক্ত রাখা। কেউই সেদিন তাদের নিজেদের বা অন্যদের শিক্ষাঙ্গনে বোমাবাজি করবেন না, গোলাগুলি করবেন না। কেবল তাই নয় হোলস্টারে কিংবা কোমরে কিংবা পকেটে করে রিভলবার পিস্তল ইত্যাদি নিয়ে যাবেন না। শিক্ষাঙ্গনের বাইরে অস্ত্র রাখার গোপন ডেরায় অবশ্য রাখতে পারবেন। এই দিনটি পরিচিত হবে অস্ত্রমুক্ত শিক্ষাঙ্গন দিবস হিসেবে। সেদিন দেশের সকল শিক্ষাঙ্গনে দিবসটি উদ্‌যাপন করা হবে। ঐ দিনক্ষণটি স্থির করার জন্যই ডাকা হয়েছিল সম্মেলন। আর আগেই বলেছি সম্মেলনটি প্রকাশ্য স্থানে অনুষ্ঠিত হবে বলে স্থির হয়েছিল।

এ ঘটনা আজকের নয়। মাস তিনেক আগের। অক্টোবরেই অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল এই সম্মেলন। উদ্যোক্তারা সে রকম ব্যবস্থাও নিয়েছিলেন। একটি এনজিও এর জন্য যাবতীয় খরচ দেয়ার সংকল্প ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু গোড়াতেই গেরো বেঁধেছিল। একটা নয় অনেকগুলো বিষয়ে বিরোধ দেখা দিয়েছিল। প্রথমতঃ সম্মেলনে সম্ভাব্য যোগদানকারী একটি সংগঠনের মুখপাত্র বললেন যে, সম্মেলনটি প্রকাশ্যে অনুষ্ঠিত হলে তাদের বীর যোদ্ধাদের পরিচয় জানাজানি হয়ে যাবে। এতে করে ভবিষ্যৎ সমরাঙ্গনে তারা সহজেই গোলাগুলির শিকার হতে পারেন। এমনকি রাস্তাঘাটে স্নাইপারদের কবলে পড়াও বিচিত্র নয়। যোদ্ধাদের জীবন এভাবে ঠেসে যাবে তারা তা চায় না। অন্য পক্ষ বললেন "আমরা তো ভেবেছিলাম এই সুযোগে আমাদের বীরপুঙ্গবদের সাথে জাতির পরিচয় করিয়ে দেয়া সম্ভব হবে। এ তো বলতে গেলে তাদের জন্য এক সুবর্ণ সুযোগ।" যা হোক এই মতান্তরের ফলে প্রকাশ্যে সম্মেলন অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা কমে যায়।

দ্বিতীয়তঃ এক পক্ষ বললেন আমরা সম্মেলনে অস্ত্র নিয়েই যাব। খালি হাতে গিয়ে জান খোয়াতে রাজী নই। অন্য পক্ষ বললেন, তা হবে না। তাতে আমাদের উদ্দেশ্যটাই তো বানচাল হয়ে যাবে। তাছাড়া প্রত্যেক দলেই অনেক ট্রিগার হ্যাপী মেম্বার আছে। গোলাগুলি করার বা বোমাবাজি করার উৎসাহে তারা সবসময় টগবগ করে ফুটতে থাকে। তরুণী দেখলেই যাদের চিত্ত প্রেম করার জন্য উথলে ওঠে তাদের বামা খ্যাপা বলে তা জানেন তো। তেমনি সব সংগঠনেই এমন অনেক মহাবীর আছেন যারা সব সময় পকেটে বোমা রাখেন এবং তা নিক্ষেপের জন্য ক্ষেপেই থাকেন হরহামেশা। আমরা তাদের নাম দিয়েছি বোমা খ্যাপা। তো সব সংগঠনেই এরকম বোমা খ্যাপা আছে। তারা একটা ঝামেলা বাধাতে পারে। তখন লোকে বলবে কী?

অপর একটি সংগঠনের মুখপাত্র, যিনি সম্প্রতি দাড়ি পরিগ্রহণ করেছেন, বললেন যে, আমি রিভলবার ছাড়া বৌ-এর কাছেও যাই না। আর বলছেন কিনা প্রকাশ্য সম্মেলনে নিরস্ত্র হয়ে যাব? খেপেছেন আপনারা?

তৃতীয় সমস্যা দেখা দিল প্রতিনিধির সংখ্যা নিয়ে। সবাই বলে যেহেতু তাদের সংগঠনই বৃহত্তম এবং তাদের দলেই সবচাইতে বেশি বীর আছে সেই হেতু সম্মেলনে তাদের বেশি করে প্রতিনিধি নিতে হবে। অনেক আলোচনার পর শেষে অবশ্য স্থির হয় যে, প্রতিটি সংগঠন থেকে দেড় হাজার করে যোদ্ধা এবং পঁচিশ জন করে নিরস্ত্র নেতা সম্মেলনে যোগ দেবে। কিন্তু অত লোককে জায়গা দেয়ার মতো কোন হল পাওয়া গেল না। এমন কি অত লোকের জন্য প্যান্ডেল বানানোর জায়গাও মেলা কঠিন হয়ে পড়েছিল।

চতুর্থ সমস্যা সৃষ্টি করল দাতা সংস্থাটি অর্থাৎ খরচ বইতে যে এনজিওটি রাজী হয়েছিল তারা। তারা বললেন, এত টাকা দেবার মুরোদ তাদের নেই। এর জন্য বিগ বাজেট দরকার। আপনারা বাজেট করে দিন। আমরা আমাদের হেড অফিসে পাঠিয়ে দেব বাড়তি বরাদ্দের জন্য। সেই অনুযায়ী বাজেট তৈরী করা হয়েছিল। পাঠানোও হয়েছিল। কিন্তু হেড অফিস প্রস্তাবটি নাকচ করে দিয়েছে। এমনকি প্রতিনিধিদের মাত্র এক হাজার টাকা করে যে পার ডিয়েমের প্রস্তাব করা হয়েছিল হেড অফিস তাতেও রাজী হয়নি। অফিস বলেছে খুব বেশি হলে তারা পঁচিশ টাকা করে পার ডিয়েম দিতে পারে। সম্মেলনের উদ্যোক্তারা এই অপমানজনক প্রস্তাবে দারুণ চটে গিয়েছিলেন। এনজিওটির উপর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে চড়াও হবার কথাও তারা ভেবেছিলেন। কিন্তু এনজিওর বসটি যিনি কিনা একজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষাঙ্গন বীর, বলেছিলেন, চেষ্টা করে দেখতে পারেন, তবে মনে রাখবেন আমরা অস্ত্র ছেড়ে দিয়েছি কিন্তু ট্রেনিং জমা দেইনি। চাকরি করছি বটে কিন্তু এখনো শিরায় শিরায় আছে অস্ত্রের আবাহন। উদ্যোক্তারা ঠান্ডা হয়েছিলেন। কারণ এই যে, ঐ এনজিওটি তবু যা হোক দু চারটে টাকা খরচ করতে রাজী হয়েছিল। অন্য কোন এনজিও তো এ ব্যাপারে কথা বলতেই চায় নি।

দারুণ ফ্যাসাদে পড়েছিলেন শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্রবিহীন দিবস নির্ধারণী সম্মেলনের উদ্যোক্তারা। অথচ তারা অনেকটা এগিয়ে গেছেন। লালু সালুতে সাদা কাপড়ে লেখাও হয়ে গেছে "শিক্ষাঙ্গন অস্ত্রমুক্ত দিবস নির্ধারণী প্রথম সম্মেলন ২২ অক্টোবর থেকে ২৭ অক্টোবর ১৯৯২। স্থান-?। প্রধান অতিথি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত না হওয়ায় এব্যাপারে জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেলের কাছে একজন যোগ্য প্রধান অতিথি পাঠানোর সনির্বন্ধ অনুরোধ করে চিঠি পাঠানো হয়েছিল। তার এবং সাঙ্গপাঙ্গদের জন্য হোটেল বুক করা হয়েছিল। দুঃখের বিষয় জাতিসংঘ সেক্রেটারী জেনারেল কোন প্রতিনিধি পাঠাতে রাজী হননি। তাই হোটেলের বুকিং ক্যানসেল করা হয়েছিল। তবে এ বাবদ হোটেলকে যে এ্যাডভান্স করা হয়েছিল সে টাকা আজো ফিরে পাওয়া যায়নি। সমস্যা দেখা দিয়েছিল আরো অনেক। অন্যান্য দেশ বিশেষ করে সার্কভুক্ত দেশগুলো থেকে যে সব শিক্ষাঙ্গন বীর এবং সাবেক শিক্ষাঙ্গন বীরদের অবজার্ভার হিসেবে সম্মেলনে যোগদানের দাওয়াত দেয়া হয়েছিল লজ্জার মাথা খেয়ে তাদের কাছে পুনরায় চিঠি পাঠিয়ে আমন্ত্রণ প্রত্যাহার করতে হয়েছিল।

তাবলে সম্মেলন অনুষ্ঠানের লক্ষ্য বাতিল করা হয় নি। অনেক আলাপ-আলোচনা, গালাগালি, তর্ক বিতর্ক ও কিলঘুষির পর স্থির হয়েছে যে, প্রকাশ্যে নয় গোপনেই অনুষ্ঠিত হবে শিক্ষাঙ্গন অস্ত্রমুক্ত দিবস নির্ধারণী সম্মেলন। আর প্রত্যেক সংগঠন থেকে মাত্র তিনজন করে প্রতিনিধি থাকবে। কেবল মাত্র ঐ সম্মেলনে যোগদানের লক্ষ্যে যে সব সংগঠন হঠাৎ করে গজিয়েছে তাদের অবশ্য এতে যোগ দিতে দেয়া হবে না।

সম্মেলনের দিনক্ষণ স্থির হয়ে গেছে। অবশ্য তা গোপন রাখা হয়েছে। তবে এখনো একটা সমস্যা আছে। আর সেটা হল এই যে, প্রতিনিধিরা সম্মেলনে সশস্ত্র অবস্থায় যাবেন, না নিরস্ত্র অবস্থায় যাবেন এ ব্যাপারে এখনো মতভেদ দূর হয়নি।

— খোন্দকার আলী আশরাফ